যায়যায়দিন

SEP. 17 2006

ঢালাও এমপিওভুক্তি আর্থিক অনটন ও আধুন শিক্ষার অভাবে গ্রামে পরীক্ষার ফল খারাপ

আতিক রহমান পুর্ণিয়া

স্কুল-কলেজের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার, গুণগত মান যাচাই না করে ঢালাও এমপিওভুক্তি এবং অভিভাবকের অর্থনৈতিক অবস্থা পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে ভালো বা খারাপ ফলের অন্যতম কারণ। গ্রাম-শহর ও নিম্নবিত্ত-উচ্চবিত্ত পরিবারের পরীক্ষার্থীদের ফলে পার্থক্য গড়ে দিচ্ছে অর্থনৈতিক বৈষম্য। সেই সঙ্গে অভিভাবকদের অসচেতনতা, পরীক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ও বিনোদন সুবিধার অভাব এবং সরকারের বাড়তি কোনো মনোযোগ না থাকায় ফি-বছর শহুরেদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা। দেশের প্রথম সারির বেশ কয়েকজন শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, অভিভাবক ও শিক্ষকের স কথা বলে এ রকম ধারণাই মিলেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যাপক হা স্কুল-কলেজ এমপিওভুক্ত করাও মফস্বল বা গ্রামাঞ্চলের বা ফলের অন্যতম কারণ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত দেশে এমপিওভুক্ত স্কুলের সংখ্যা ১৫ হাজার ৪৯৩টি কলেজ রয়েছে ১ হাজার ৫১টি। স্কুল-কলেজের সংখ্যা বাড় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবছর এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেড়েছে আগে বছরের তুলনায় শতকরা ৫.১৬ ভাগ হারে। অর্থাৎ প্রতিবছর সাত থেকে আটশ' স্কুল- পৃ১৫ ক

ঢালাও এমপিওভুক্তি আর্থিক অনটন

থম পৃষ্ঠার পর)

লেজ নতুন এমপিওভুক্ত হয়েছে। এসব তিষ্ঠানের অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলের। বর্তমান কারসহ বিগত প্রতিটি সরকারের আমলে পিওভুক্ত করা নিয়ে ব্যাপক অনিয়ম ও জনৈতিক প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ য়েছে। বর্তমান সরকারের প্রথম দিকে প্রায় ড়াই হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নোরকম গুণগত মান যাচাই-বাছাই না রেই এমপিওভুক্ত করা হয়। আবার সেসব তিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগও হয় রাজনৈতিক বেচনায়। ফলে শিক্ষার মান ক্রমশ ম্নমুখী।

তি বছর এইচএসসিতে যে পৌনে দুই খের ওপর শিক্ষার্থী ফেল করেছেন তাদের ধ্য এক লাখেরও বেশি বেসরকারি লেজের। আবার তাদের অধিকাংশই ফস্বল বা গ্রামাঞ্চলের।

র্ড সূত্রগুলো থেকে জানা গেছে, চলতি ইচএসসি পরীক্ষার ফলে সব বোর্ডের গড় সের হারের সঙ্গে সেসব বোর্ডের অধীনে ফস্বলের কলেজগুলোর ফলে ব্যাপক র্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো বোর্ডের গড় সের হারের সঙ্গে সে বোর্ডের অধীন নো কোনো জেলার পাসের হারের র্থক্য ২০ থেকে ২৫ ভাগ পর্যন্ত। পার্বত্য ও ত্যন্ত চরাঞ্চলে এ পার্থক্য আরো বেশি।

শ কয়েকজন বোর্ড চেয়ারম্যান য়যায়দিনকে জানিয়েছেন, তাদের বোর্ডের ড় পাসের হারের তুলনায় মফস্বলের পাসের রের বিস্তর পার্থক্য। রাজশাহী ও চট্টগ্রাম র্ড চেয়ারম্যান বলেছেন, এবারও ফস্বলের সঙ্গে গড় পাসের হারে পার্থক্য য় গেছে। তবে ঢাকা বোর্ডে এ পার্থক্য লনামূলক কম। ঢাকা বোর্ডে গড় পাসের র ৭৪ ভাগ। বেশির ভাগ জেলাতেও সের হার ৭৪-এর কাছাকাছি। ঢাকা নগরীতে পাসের হার প্রায় শতকরা ৮০ গ হলেও গাজীপুরে এ হার ৭৫, সিংদীতে ৭৬, মুন্সীগঞ্জে ৭২, টাঙ্গাইলে ৬৪ নেত্রকোনায় ৬৬। তবে প্রত্যন্ত চরাঞ্চলীয় লা গোপালগঞ্জে এ হার শতকরা ৫৪, যা কা বোর্ডের অধীন জেলাগুলোর মধ্যে নিম্ন। সিলেট ও যশোর জেলায় ফল ন্যান্য বোর্ডের চেয়ে অপেক্ষাকৃত খারাপ হওয়ার পাশাপাশি এসব জেলায় মফস্বলের সঙ্গে পাসের হারে পার্থক্যও বেশি।

শহরের বা বিত্তবান পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসের লেখাপড়ার বাইরে কোচিং বা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ার সুযোগ পান। তাদের অধিকাংশই কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার, ইন্টারনেট সুবিধা নিয়ে আধুনিক মন-মানসিকতার অধিকারী হয়ে গড়ে ওঠে। সে সঙ্গে শহরের নানা বিনোদন সুবিধা গ্রহণ করে তারা স্বাভাবিকভাবে থাকে প্রফুল্ল। ফলে মানসিকভাবে চাঙ্গা তরুণরা সহজেই লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে পারে। পক্ষান্তরে মফস্বল বা গ্রামের শিক্ষার্থীরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশে বাস করে বলে সার্বিক পরিস্থিতি তাদের শিক্ষা গ্রহণ ও পরীক্ষার ফলেও প্রভাব ফেলে।

পরীক্ষায় ফল খারাপ করার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী যায়যায়দিনকে বলেন, লেখাপড়ার সবকিছুই এখন অর্থনীতির ওপর নির্ভর করে। সেটা গ্রাম, শহর অথবা শহরের তথাকথিত ভালো খারাপ স্কুল বা কলেজ যা-ই হোক না কেন। শহরের ভালো স্কুল-কলেজে অপেক্ষাকৃত অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে। তিনি বলেন, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার কারণে গ্রাম ও শহরের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য তৈরি হয়ে গেছে।

প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, পরীক্ষার ফল এখন ভালো পড়াশোনার ওপর নির্ভর করে না। কিভাবে কোচিং করে বা টিউটর রেখে ভালো নাম্বার পাওয়া যায় সেটাই এখন সবার কাছে মূল বিবেচ্য। তিনি বলেন, এ অবস্থাটি এবারের এইচএসসির ফল দেখে ভালো বোঝা যায়। তিনি এ পরিস্থিতিকে একটি সামাজিক সমস্যা বলে চিহ্নিত করেন।

এ বিষয়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর আনু মুহাম্মদ বলেন, বর্তমানে শহরের স্কুল-কলেজের দিকে সবার মনোযোগ বেশি। এখন একটি শহরের বেসরকারি কলেজে একজন শিক্ষার্থীর পড়তে হলে মাসে পাঁচ থেকে ছয়শ' টাকা বেতন গুনতে হয়। আবার সরকারি কলেজের লেখাপড়ার মধ্যেও এক ধরনের বেসরকারিকরণ আছে। সরকারি কলেজে পড়ুয়াদের কোচিংয়ে ভর্তি হওয় একরকম বাধ্যতামূলক। সব মিলি লেখাপড়া এখন ব্যয়বহুল একটি বিষয়। যার বেশি খরচ করতে পারবে তারা বেশি ভাল রেজাল্ট করবে- এটাই এখন সিস্টেম গ্রামের চেয়ে তাই শহরের পাবলিক পরীক্ষা ফল ভালো। এখন যেভাবে লেখাপড়া হচ্ছে তাকে নোটবই, প্রাইভেট টিউটর, কোচি নির্ভর লেখাপড়া হিসেবে উল্লেখ ক প্রফেসর আনু মুহাম্মদ বলেন, প্রশ্নপত্র প্রণয় ও মূল্যায়নের পদ্ধতিও পরীক্ষার্থীদের এস করতে বাধ্য করছে। তিনি বলেন, যার গুণগত মান ঠিক রেখে ভালো পড়াশোন করতে চায়, কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা স্বচ্ছ নয়, তাদের পক্ষে চলমান শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে তাল মেলানো অসম্ভব। তিনি আরো বলেন বর্তমানে যে সিলেবাস আছে তা পড়ানো মতো দেশের বহু কলেজে শিক্ষক নেই।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রিন্সিপাল অধ্যক্ষ রোয়েনা হোসেন বলেন লেখাপড়া এখন অনেক এক্সপেনসিভ হয়ে গেছে। গ্রাম থেকে শহরে পড়তে আস অনেক শিক্ষার্থীর অভিভাবক তাদে সন্তানদের জমিজমা বন্ধক দিয়ে বা বিক্রি কর লেখাপড়া করতে পাঠাচ্ছেন। তারপর হয়তে সন্তান ভালো ফল করছে। তিনি বলেন শহরে অনেক সুযোগ-সুবিধা আছে। শহরে কলেজগুলোতে অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধাও বেশি। শহরের স্কুল-কলেজে আধুনিক ল্যাব থাকে, যা থেকে শিক্ষার্থীরা স রকম প্র্যাকটিকাল জ্ঞানার্জনের সুযোগ পায় গ্রামাঞ্চলের অনেক স্কুল-কলেজে ল্যাব পর্য নেই। তিনি আরো বলেন, গ্রামের অনেক শহরে ইংলিশ, অংক বা বিজ্ঞানের বিষয়গুলো পড়ানোর জন্য শিক্ষক পর্যন্ত নেই। কারণেও ফল খারাপ হয়।

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে প্রিন্সিপাল প্রফেসর সৈয়দা নুরুন্নাহার বেগ জানান, ভালো রেজাল্ট বা জিপিএ-৫ পাওয়া জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিত বাড়ছে। এর জন্য খরচও বাড়ছে অভিভাবকরা চাচ্ছেন, যে কোনো মূলে তাদের সন্তান ভালো ফল করুক। এর পেছনে যতো খরচ করা দরকার তা করতে কেউ কার্পণ্য করছেন না।